প্রথম আলো

24 JUN 2025

ইইউর বাজারে পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ চীনের কাছাকাছি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দীর্ঘদিন ধরেই শীর্ষে রয়েছে চীন। তবে এবারে পোশাক রপ্তানিতে দেশটির খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি চীনের চেয়ে মাত্র ৩২ কোটি ডলার কম হয়েছে।

ইইউর পরিসংখ্যান কার্যালয়ের (ইউরোস্ট্যাট) তথ্যানুযায়ী, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে চলতি বছরের প্রথম চার মাস জানুয়ারি-এপ্রিলে ৩ হাজার ২৪৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক আমদানি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) কোম্পানিগুলো। এ আমদানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪ শতাংশ বেশি।

আলোচ্য চার মাসে ইইউর বাজারে চীন ৮৩৯ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২১ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে একই সময়ে ইইউর বাজারে বাংলাদেশ ৮০৭ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি।

ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ ও ২০২৪ সালে ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে চীনের তুলনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি বেশ পিছিয়ে ছিল। যদিও গত বছর চীনের চেয়ে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি বেশি ছিল।

ইইউর বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অর্থের হিসাবে পিছিয়ে থাকলেও পরিমাণে চীনকে টপকে যায় বাংলাদেশ, ২০২২ সালে। সেবার বাজারটিতে বাংলাদেশ ১৩৩ কোটি ও চীন ১৩১ কোটি কেজি কাপড়ের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করে। গত বছর চীনের চেয়ে ২ কোটি কেজির সমপরিমাণ তৈরি পোশাক কম রপ্তানি করে বাংলাদেশ। চলতি বছরের প্রথম চার মাসে বাংলাদেশের রপ্তানির পরিমাণ চীনকে ছাড়িয়ে গেছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ৪৮ কোটি ও চীন ৩৮ কোটি কেজি কাপড়ের সমপরিমাণ তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে।

এ বিষয়ে বিজিএমইএর সাবেক পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল প্রথম আলোকে বলেন, ইইউতে পোশাক রপ্তানিতে এপ্রিল পর্যন্ত বাংলাদেশের ভালো প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এটি বজায় থাকলে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে চীনকে টপকে যেতে পারে বাংলাদেশ।

বাণিজ্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

CamScanner

কালবেলা

2 4 JUN 2025

গতিহারা আম রপ্তানি

সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদাসীনতাসহ নানা কারণে আম রপ্তানিতে গতি নেই। বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে প্যাকিং হাউস না থাকায় প্রথমে আম নিয়ে যেতে হয় ঢাকায়। এতে অন্তত ১০ শতাংশ আম নষ্ট হয়। এ ছাড়া বাড়ে পরিবহন খরচ। এসব বাড়তি ঝামেলার কারণে আমচাষি ও ব্যবসায়ীরা রপ্তানিতে আগ্রহ পাচ্ছেন না। রাজশাহী অথবা চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্যাকিং হাউস তৈরির দাবি চাষিদের অনেক দিনের

- রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন ৪০ হাজার টন
- জটিল রপ্তানি নীতিমালা ও অবকাঠামোর অভাব
- সরকারি প্রকল্প থেকে মিলছে না সুফল

লক্ষ্য ৫ হাজার, রপ্তানি ৭৮০ টন

আমজাদ হোসেন শিমুল, *রাজশাহী* ▸▸

দেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন বাড়লেও সে তুলনায় বাড়ছে না রপ্তানি। চলতি মৌসুমে রাজশাহীসহ আম উৎপাদনকারী জেলাগুলোয় উৎপাদন হয়েছে বিভিন্ন জাতের ৪০ হাজার টন রপ্তানিযোগ্য আম। এই মৌসুমে চীনসহ বিশ্বের ৩৮টি দেশে ৫ হাজার টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছিল কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। তবে নানা জটিলতায় গন্তব্য দেশগুলোতে আম রপ্তানিতে সাফল্য নেই। এতে হতাশ রাজশাহী অঞ্চলের আমচাষি।

গত বছর বিভিন্ন দেশে আম রপ্তানি হয়েছিল ১ হাজার ৩২১ টন। তার আগে ২০২৩ সালে রপ্তানি হয় সাড়ে ৩ হাজার টন। এবারে আম রপ্তানির সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে পাঁচ হাজার টন; কিন্তু এ বছর মৌসুম শেষ হতে চললেও এখন পর্যন্ত ৭৮০ টন আম রপ্তানি হয়েছে। এ নিয়ে হতাশ রাজশাহী অঞ্চলের আমপ্রধান বিভিন্ন জেলার বাণিজ্যিক চাষি, যারা বাড়তি বিনিয়োগ করে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করেছেন। আমচাষি বলছেন, আম রপ্তানি প্রসার, প্রণোদনা ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে সরকারি একটি প্রকল্প রয়েছে; কিন্তু এই প্রকল্পের কোনো সুফল রাজশাহী অঞ্চলের আমচাষি পাচ্ছেন না।

আমচাষির সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদাসীনতাসহ নানা কারণে আম রপ্তানিতে গতি নেই। বিশেষ করে রাজশাহী অঞ্চলে প্যাকিং হাউস না থাকায় প্রথমে আম নিয়ে যেতে হয় ঢাকায়। এতে অন্তত ১০ শতাংশ আম নষ্ট হয়। এ ছাড়াও বাড়ে পরিবহন খরচ। এসব বাড়তি ঝামেলার কারণে আমচাষি ও ব্যবসায়ীরা রপ্তানিতে আগ্রহ পাচ্ছেন না। রাজশাহী অথবা চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্যাকিং হাউস তৈরির দাবি চাষিদের অনেক দিনের।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, চলতি বছর রাজশাহী অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন হয়েছে ৬ হাজার ৭২০ টন। এর মধ্যে রাজশাহীতে ২০০ টন, চাঁপাইনবাবগঞ্জে ৬ হাজার টন, নওগাঁয় ৫০৫ টন ও নাটোরে উৎপাদন হয়েছে ১৫ টন। এর বিপরীতে চলতি মৌসুমে গত শনিবার পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৭৮০ টন আম রপ্তানি হয়েছে ১৪ দেশে। এর মধ্যে ২৮ মে ৩ টন চীনে রপ্তানির মধ্য দিয়ে চলতি বছর আম রপ্তানি শুরু হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ম্যাঙ্গো ফাউন্ডেশনের সদস্য সচিব আহসান হাবিব জানান, রপ্তানির জন্য গুড অ্যাগ্রিকালচার প্রোডাক্ট (গ্যাপ) প্রটোকলে আম উৎপাদন করতে হয়। এ জন্য বাড়তি খরচ হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় এবার রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করেছেন ১০৭ জন বাণিজ্যিক চাষি।

রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অ্যাগ্রো ফুড সমিতির সভাপতি আনোয়ারুল হকের ভাষ্য, রাজশাহী অঞ্চলে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন করেন শতাধিক বাণিজ্যিক চাষি; কিন্তু সরকারের জটিল রপ্তানি নীতিমালা ও অবকাঠামোর অভাবে আম রপ্তানিতে গতি আসছে না।

কৃষি বিভাগ ও চাষিদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, আম রপ্তানি উৎসাহিত করতে 'রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন' নামে সরকারি একটি প্রকল্প রয়েছে, যার অধীনে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে সহায়তা করা হয় চাষিদের।

রাজশাহী অঞ্চলের আম রপ্তানির প্রধান সমস্যা হলো স্বাস্থ্য সনদ (ফাইটোস্যানিটারি সার্টিফিকেট) জটিলতা। কোয়ারেন্টাইন জটিলতাও আছে। আম রপ্তানির জন্য ফিটোস্যানিটারি সনদ প্রয়োজন হয়, যে প্রক্রিয়া বেশ জটিল। দেশে পর্যাপ্ত হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট নেই। ইউরোপসহ অনেক দেশ আমদানির আগে হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট চায়, যা দেশে শুধু ঢাকাতেই রয়েছে। আম রপ্তানিতে বিমান ভাড়াও বেশি। নীতি সহায়তার অভাবও এক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়।

শুধু তাই নয়, আম সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থা নেই। শীতলীকরণ সুবিধার অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত প্যাকেজিং এবং গ্রেডিং ব্যবস্থা নেই। আন্তর্জাতিক বাজারে মান অনুযায়ী প্যাকেট ও গ্রেডিং না থাকায় দাম কমে যায়। বাজার সংযোগেও রয়েছে দুর্বলতা। বিদেশে ভালো বাজার থাকলেও সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সে বাজারের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলা হয় না।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন প্রকল্পের পরিচালক আরিফুর রহমান বলেন, 'চলতি বছর ৫ হাজার টন আম রপ্তানির প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা ছিল। তবে আমরা আশা করছি এবার ৪ হাজার টন রপ্তানি করা সম্ভব হবে। এখনো আরও দুই মাস সময় আছে।'

রাজশাহী আঞ্চলিক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এই অঞ্চলে গত তিন বছরে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন হয় ৪ হাজার ৬৪৮ মেট্রিক টন। এর মধ্যে রপ্তানি হয়েছে ১ হাজার ২৭ দশমিক ৮৮ মেট্রিক টন, যা উৎপাদনের মাত্র ২২ দশমিক ১১ শতাংশ। রাজশাহী অঞ্চলে ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন হয়েছিল ৫৫০ মেট্রিক টন, যার মধ্যে ওই বছর রপ্তানি হয় ২২২ দশমিক ৮৮ মেট্রিক টন, যা উৎপাদনের ৪০ দশমিক ৫২ শতাংশ। আর ২০২২-২৩ অর্থবছরে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়ায় ২ হাজার ৫২৮ মেট্রিক টন। ওই বছর রপ্তানি হয় ৬০৬ মেট্রিক টন, যা উৎপাদনের মাত্র ২৩ দশমিক ৯৭ শতাংশ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন কমে হয় ১ হাজার ৫৭০ মেট্রিক টন, যার মধ্যে রপ্তানি হয় ১৯৯ মেট্রিক টন, যা মোট উৎপাদনের মাত্র ১২ দশমিক ৬৮ শতাংশ।

রাজশাহীর বিপন অ্যাগ্রো প্রোডাক্টস লিমিটেডের মালিক হাফিজুর রহমান খান বলেন, 'আম রপ্তানির কয়েকটি ধাপ আছে। তবে নিরাপদ স্থান, প্যাকিং, গ্রেডিং, কার্গো বিমান ইত্যাদি সমস্যার কারণেই আমরা আম উৎপাদন থেকে পিছিয়ে যাচ্ছি। আমাদের আগে আমের চাহিদা বেশি ছিল, তখন কৃষক ছিল না। এখন কৃষক আছে; কিন্তু দক্ষ লোক ও সরকারি সহায়তা খুব একটা নেই। এ জন্যই আমাদের আম রপ্তানি কমে গেছে।'

চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. মো. ইয়াছিন আলী জানান, রাজশাহী অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদন হয়েছে এই জেলায়। তিনি বলেন, 'চাঁপাইনবাবগঞ্জে এবার প্রায় ৬ হাজার মেট্রিক টন আম উৎপাদন হয়েছে। এরই মধ্যে আম রপ্তানি শুরু হয়েছে। আমরা ১৭ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করেছি। এরপর ঈদের ছুটিতে রপ্তানি হয়নি। এখন আবারও শুরু হবে। গত বছর ৩৩০ মেট্রিক টন আম রপ্তানি করেছি। এবার ৫০০-৭০০ মেট্রিক টন চেষ্টা করব। বাকি আমগুলো বিভিন্ন সুপারশপে পাঠানো হবে।'

আর রাজশাহী কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক উম্মে সালমা বলেন, 'রাজশাহী থেকে বিদেশে আম রপ্তানি এখনো শুরু হয়নি। ঈদের ছুটি ও অনিয়মিত বৃষ্টির কারণে দেরি হচ্ছে। তবে এবার চীনে আম রপ্তানি হবে।'

এই কৃষি কর্মকর্তা আরও বলেন, 'রাজশাহী থেকে আম রপ্তানির পরিমাণ খুবই কম। এর কারণ নিজস্ব কার্গো বিমান নেই। এক কেজি আম পাঠাতে ৫০০ টাকা পরিবহন খরচ পড়ে যায়। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পাঠাতে এই খরচ কম। এ কারণে তারা বেশি পাঠাচ্ছে।'

সাহিত্য তথ্য কেন্দ্র
ঢাকা।

Bangladesh closing in on China in RMG export to EU

The Daily Star

24 JUN 2025

PERFORMANCE

Bangladesh's apparel exports to EU up **23.98%** to $**8.07**b in Jan-Apr

Exporters thriving despite global and local hurdles

Value-added products and compliance boost buyer confidence

COMPARISON WITH CHINA

China's exports to EU up **21.49%** to $**8.39**b in Jan-Apr

Bangladesh surpassed China in export volume nearly a decade ago

REFAYET ULLAH MIRDHA

Even amidst the tough times at present, garment shipments to the European Union (EU) showcased resilience as Bangladesh fared well in the January-April period, showing signs of an opportunity to overtake China, the largest apparel supplier worldwide, in the EU markets.

In the January-April of this year, apparel shipments to the EU, the largest export bloc for the country, surged by 23.98 percent to $8.07 billion from $6.51 billion in the same period of the last year, according to Eurostat data.

The data showed that China's apparel exports to the EU reached $8.39 billion, up from $6.90 billion in the same period in 2024, with a growth rate of 21.49 percent in value and a remarkable 7.37 percent increase in unit price.

Bangladesh is very close to overtaking China on garment exports to the EU in terms of value while surpassing China, the largest apparel supplier worldwide

READ MORE ON B3

nearly one decade ago, in terms of volume in the same markets.

The local apparel suppliers have been enjoying a very favourable duty on shipment of their products at zero percent under the EU's generous Generalised Scheme of Preferences (GSP), named Everything But Arms (EBA), under least developed country (LDC) category.

Also, in some product categories, such as trousers and denim, Bangladesh has overtaken China both in the EU and the US in recent years.

Following the announcement of Trump's higher reciprocal tariff rate at 37 percent, the local garment exporters have been focusing more on the EU markets rather than the US market, which also helped increase the export of garments to the EU.

During this period, garment shipments to the EU increased not only in terms of value, but also in terms of volume and unit price by 19.71 percent and 3.57 percent respectively, the data also showed.

Bangladesh remained indomitable in garment export to the EU, despite the current trade tension.

The worries were for geopolitical issues, heavy exchange rate fluctuations for US dollar shortages, higher inflation in the West, severe gas crisis in the industrial units, high bank interest rate, severe fallout from the Covid-19 and Russia-Ukraine war.

Also, the overall import of garments by the EU in the January-April period increased by 14.21 percent to $32.49 billion.

During this period, the growth was accompanied by a notable 15.84 percent spike in volume and a 1.41 percent decrease in average unit prices in the EU as the demand for the locally made garments increased to this trade bloc.

India, Pakistan, and Cambodia also experienced substantial growth rates during this period.

However, Turkey faced a 5.41 percent decrease in apparel exports to the EU, amounting to $3.10 billion in the January-April period.

Meanwhile, Vietnam recorded a 15.62 percent growth, reaching $1.48 billion in exports with a 5.68 percent increase in unit price, the Eurostat data also said.

India, Pakistan, and Cambodia secured $2.01 billion, $1.42 billion, and $1.56 billion in exports to the EU, respectively, with growth rates of 20.58 percent, 23.42 percent, and 31.78 percent, respectively.

Bangladesh has performed well in the EU markets because of an increase in the unit price, restoration of buyer confidence for standard and compliance improvements, export of high value-added garment items and product diversification, said Faruque Hassan, managing director of garment exporter Giant Group.

If adequate energy is supplied and political stability is ensued, garment exports to the EU will continue to grow in the near future, he said.

Vidiya Amrit Khan, vice-president of the Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), said Bangladesh exported more value-added garment items, which contributed to an increase in value.

However, China's capacity in garment export is much higher than that of Bangladesh, she added.

CamScanner

The Business Standard

24 JUN 2025

RMG exports to EU rise 24% year-on-year in Jan-Apr, reach $8.07b

RMG - BANGLADESH

TBS REPORT

Bangladesh's ready-made garments exports to the European Union grew by 23.98% year-on-year during the January-April period of this year, reaching $8.07 billion, according to Eurostat data.

In comparison, exports during the same period in 2024 stood at $6.51 billion.

In the first four months, there was a strong 19.71% increase in volume and 3.57% increase in unit price, showcasing balanced growth in export amount, volume, and price in the EU market.

According to Eurostat, from January to April, the EU's total apparel imports rose by 14.21%, reaching $32.49 billion in global trade. During this period, several apparel-exporting nations like China, India, Pakistan, and Cambodia experienced substantial growth.

China, the largest exporter to the EU, recorded a 21.49% year-on-year rise in apparel exports, reaching $8.39 billion, up from $6.90 billion in the same period in 2024. It also saw a remarkable 7.37% increase in unit price.

India secured $2.01 billion in exports, growing by 20.58%, while Pakistan and Cambodia posted growth rates of 23.42% and 31.78%, respectively, with exports of $1.42 billion and $1.56 billion.

Vietnam also registered a 15.62% rise in exports to the EU, reaching $1.48 billion, alongside a 5.68% increase in unit price.

In contrast, Turkey saw a 5.41% decline in apparel exports to the EU, falling to $3.10 billion during the same four-month period.

Bangladesh is showcasing notable growth in RMG export riding on rising unit price and volume. China continues to lead, while Vietnam maintains its resilience in the European market.

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA), however, said the persisting conflicts between Iran and Israel pose challenges for businesses, leading to trade disruptions and increased expenses.

CamScanner